Muhammad Tahir al-Qadri: His Contributions to the Science of Hadith

Dr. Mohammad Murshedul Haque *

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue-29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 17 March 2024
Received in revised form: 21 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

Abstract: Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri is a legendary Islamic figure of the Indian subcontinent. He is a learned Mufassir, Muhaddith, Faqih, eminent Islamic thinker, and a shining star in the field of Islamic knowledge. He is especially well known as an exemplary teacher, eminent researcher, distinguished writer, and eloquent speaker. His life is as busy as it is varied. He can be called the reformer of the era for his unique contributions to guiding the country and nation, as well as spreading Islamic education and teaching. Muhammad Tahir al-Qadri continues to make outstanding contributions in an illustrious career. People like him are rare in spreading Islamic education. Apart from teaching, he is a unique personality in researching, writing books, and composing articles on various contemporary issues. He has published 130 books in Ilm al-Hadith. It is expected that Bengali-speaking readers will benefit more if a research-based review and evaluation of his contribution to Ilm al-Hadith is conducted. For this reason, an attempt has been made to review and evaluate Muhammad Tahir al-Qadri's contribution to Hadith literature by providing a brief introduction to Ilm al-Hadith in this discussion article.

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রথিতযশা ইসলামি ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে একজন বিজ্ঞ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ্, দেশবরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। morshedcu74@gmail.com

জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশেষ করে আদর্শ শিক্ষক, প্রাজ্ঞ গবেষক, বিশিষ্ট লেখক ও সুবক্তা হিসিবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর জীবন একই সাথে যেমন কর্মবহুল, তেমনি বৈচিত্রময়। দেশ ও জাতির পথ প্রদর্শন, ইসলামি শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে নির্দ্বিধায় যুগ সংস্কারক বলা চলে। মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদান রেখে চলছেন। ইসলামি শিক্ষা প্রচার-প্রসারে তাঁর মতো ব্যক্তি বিরল। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাগ্রন্থ রচনা ও প্রবন্ধ রচনায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০টি। হাদিস শাস্ত্রে এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ভিত্তিক গবেষণাকর্ম প্রণীত হলে বাংলা ভাষা ভাষী পাঠকবৃন্দ আরও বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। এ কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে ইলমুল-হাদিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্বক হাদিস শাস্ত্রে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ভিত্তিক আলোচনা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান শিরোনামে প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

ক. প্রবন্ধটিতে ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

খ. এতে ইলমুল হাদিসের পরিচয়, ইসলামি শরী'আতে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

গ. প্রবন্ধটিতে হাদিস শাস্ত্রে ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির অবদানসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘ. হাদিস বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে ৪৩টি গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Method) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি রচিত হাদিস বিষয়ক গ্রন্থসমূহকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া হাদিস ও উলূমুল হাদিসের গ্রন্থাবলিকে মৌলিক গ্রন্থাবলি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো পদ্ধতি' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমান সময়ে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি সম্পর্কে তেমন কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। তবে তাঁর লিখিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ সারা বিশ্বের ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট সমাদৃত হয়ে

আসছে। হাদিস বিষয়ে তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ সকল রচনাবলি পাঠের মাধ্যমেই "ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি: হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শিরোনামে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

ইলমুল হাদিসের পরিচয়

হাদিস (حديث) শব্দের অর্থ কথা, বাণী, উক্তি ইত্যাদি। হাদিস শব্দের প্রাথমিক অর্থ সাধারণভাবে ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ যেকোনো সংবাদ বা ঘটনার বর্ণনা। ইসলামি পরিভাষায়, শব্দটি প্রথমে নবি করিম (সা.)-এর বাক্য, কর্ম, মৌনসম্মতি প্রভৃতি বর্ণনার বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। পরবর্তীকালে সাহাবিগণের উক্তি, কার্য ও সমর্থনকেও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবি করিম (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণের বচন ও কর্মের লিখিত বিবরণ হাদিস নামে অভিহিত। এ অর্থে হাদিসের সুবৃহৎ লিখিত সংকলনগুলোও সমষ্টিগতভাবে হাদিসরূপে গণ্য এবং হাদিস সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালোচনা অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদিকে ইলমুল হাদিস বলা হয়।[১]

কথা ও সংবাদ থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয় সেটাই হাদিস। হাদিস বিশারদগণের পরিভাষায়, নবি করিম (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়। আর ইলমুল হাদিস বলতে এমন বিদ্যাকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে নবি করিম (সা.)-এর কথা, কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।[২]

হাদিস (حديث) শব্দটি হাদছুন (حدث) অথবা হুদূছুন (حدوث) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি একবচন, বহুবচনে আহাদিছ (احاديث)।[৩] হাদিস (حدث) শব্দটি হাদছুন (حدث) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হলে এর অর্থ হবে (هو كون الشئ لم يكن) অর্থাৎ নবউদ্ভূত এমন জিনিস, পূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি (র.) বলেন, হুদুছ (حدوث) বলতে বুঝায় কোনো একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোনো মৌলিক জিনিস হোক কিংবা অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহির সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কথা পৌঁছায় তাকেই হাদিস বলা হয়।[৪]

আহাদিছ (احاديث) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আহদুছাতুন (احدوثة) এর বহুবচন। বৈয়াকরণিকদের দৃষ্টিতে এটি নিয়মবহির্ভূত হলেও ব্যাপক ব্যবহারের কারণে অভিধানবেত্তাগণ একে হাদিস (حديث) শব্দের বহুবচন হিসেবে নির্দিষ্ট করেন।[৫] এর আভিধানিক অর্থ হলো নতুন ও এমন নবউদ্ভূত বিষয়, পূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[৬] এজন্যই ইসলামি শরিয়তে নবউদ্ভাবিত বিষয়কে মুহদাছাতুন (محدثة) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শায়খ আলবানী (র.) বলেন, হাদিস হলো এমন বাক্য, যার সমন্বয়ে কথা বলা হয় এবং যা শব্দ ও লিপি আকারে নিঃসৃত হয়।[৭] কালাম (كلام) এবং কাদিম (قديم) এর বিপরীত অর্থেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৮]

ড. সুবহী সালিহ বলেন, কোনো কোনো আলিম হাদিস (حديث)-কে জাদ্দাতুন (جدة) অর্থে বুঝিয়েছেন। তারা এ শব্দটিকে কাদিম (قديم)-এর বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা কাদিম (قديم) দ্বারা আল্লাহর কিতাব এবং জাদিদ (جديد) দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসকে বুঝিয়েছেন।[৯] এছাড়া সংবাদ, ঘটনাপ্রবাহ, বর্ণনা ইত্যাদি অর্থেও এ ব্যবহার দেখা যায়"।[১০]

পরিভাষায়, নবি করিম (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবি ও তাবিঈগণের বাণীকে হাদিস (حديث) নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১১] অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ মত গ্রহণ করেছেন। তবে কেউ কেউ শুধু নবি করিম (সা.)-এর বাণী কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে থাকেন। আর সাহাবি ও তাবিঈগণের বাণী ও কর্মকে آثار বলেন। এ প্রসঙ্গে মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন, হাদিস এমন একটি শব্দ, যা রাসুলুল্লাহ (সা.), সাহাবি ও তাবি'ঈনের বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি ছাড়াও আরো ব্যাপক অর্থবোধক।[১২]

কিন্তু এক্ষেত্রে ইব্ন হাজার আল-আসকালানি (র.)-এর অভিমত কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর মতে, শরী'আতের পরিভাষায় শুধু নবি করিম (সা.)-এর দিকে যা সম্পৃক্ত করা হয় তাই হাদিস।[১৩]

তাঁর এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ড. মাহমূদ তাহহান বলেন, নবি করিম (সা.)-এর বাণী, কর্ম, মৌনসম্মতি এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীকে হাদিস বলা হয়।[১৪]

নবি করিম (সা.)-এর নবুওয়াতপূর্ব ও পরবর্তী জীবনের সমুদয় মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি হাদিস-এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত হাদিস কোনো ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত বিষয় নয়; বরং এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সামগ্রিকভাবে নবি করিম (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ, তাঁরই নেতৃত্বে আরব ভূমিতে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লব ও তার বিস্তারিত রূপ, সাহাবিগণের সাথে তাঁর সকল আচরণ, সার্বিক কর্মতৎপরতা, তদানিন্তন সমাজ সভ্যতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক ও মৌলিক সংশোধনী এবং সংস্কারের বিবরণও হাদিস-এর অন্তর্ভুক্ত।[১৫]

ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কাল'আজি বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদিস হলো, রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে নিঃসৃত কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং গুণাবলি। আর উসূলবিদগণের মতে হাদিস হলো, রাসুল (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি।[১৬]

জা'ফর আহমদ উসমানি (র.) বলেন, পারিভাষিক অর্থে হাদিস হলো যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত। এটি কুরআনের কাদিম (قديم) হওয়ার বিপরীত অর্থাৎ নতুন কিছু।[১৭]

ড. উজ্জায আল-খতিব (র.)-এর মতে, পরিভাষায় হাদিস মুহাদ্দিসগণের নিকট সুন্নাতের সমার্থক শব্দ এবং এতদুভয় দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বাপর অবস্থাকে বুঝানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নবুওয়াত প্রাপ্তির পরবর্তী কথাবার্তা, কাজ-কর্ম অথবা মৌনসম্মতিকেই হাদিস হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৮]

ইসলামি শরী'আতে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদিস ইসলামি শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস।[১৯] হাদিসের উপর আমল করা সকল মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। ইব্ন হাযম (র.) বলেন, যখন আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, কুরআন মাজিদ শরিয়তের প্রধান উৎস তখন পবিত্র কুরআনে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা ওয়াজিব বা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ করেন, وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوٰى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى. "আর তিনি ইচ্ছামত কোনো কথা বলেন না। এটি প্রত্যাদিষ্ট হওয়া প্রত্যাদেশবাণী বৈ তো নয়।"[২০]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রেরিত ওহি মোট দুই প্রকার। একটি হলো ওহি মাতলু। তা হলো কুরআন মাজিদ এবং দ্বিতীয়টি হলো ওহি গায়রে মাতলু। আর তা হলো ঐ খবর, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এসেছে। সেই খবর আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "যাতে করে আপনি মানুষের নিকট তা বর্ণনা করতে পারেন, যা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।"[২১]

সুতরাং বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথম প্রকারের আনুগত্য করা ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বিতীয়টির সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য নেই।[২২]

হাদিস হলো কুরআনের চাবিস্বরূপ, যার দ্বারা তার বাস্তবতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করা যায় এবং কুরআনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা কুরআন হলো শরী'আতের উৎস, সকল প্রকার জ্ঞান এর মধ্যে সন্নিবেশিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "আমি এই কিতাবে কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি।"[২৩]

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, হাদিস হলো আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন একটি হৃৎপিণ্ড আর হাদিস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এ ধমনী প্রতিনিয়ত তাজাতপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় করে রাখে। হাদিস একদিকে যেমন কুরআন মাজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের বাহক নবি করিম (সা.)-এর এর জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা, কাজ ও হেদায়তের বিস্তারিত বিবরণ। এ কারণে ইসলামি জীবন-বিধানে আল-কুরআনের পরই আল-হাদিসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও সমধিক।

নবি করিম (সা.)-এর জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসন ও বিচার, বাণিজ্য ও কৃষি, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, সমর নীতি, দেশ ও জনসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হতে হলে আত্মকর্মফল, পরকাল, মানবিয় জ্ঞান ও বিবেকের দাসত্ব মোচন এবং আত্মার বিকাশ ও মুক্তি সম্বন্ধে নবি করিম (সা.) যে অনুপম আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তা জ্ঞাত হতে হলে হাদিসের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিত বিকল্প কোনা পথ নেই। এ কারণে ইসলামি জীবন বিধানে কুরআনের পরই হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী জং এ কাদেরি মঞ্জিলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের মহান আধ্যাত্মিক সাধক ও বুদ্ধিজীবী ড. ফরিদ উদ্দিন আল-কাদেরি এবং মহীয়সী মা খুরশিদা বেগমের সুযোগ্য সন্তান।

বাল্যকাল থেকেই তিনি যুগপৎভাবে ইসলামি বিষয়ের পাশাপাশি পার্থিব জ্ঞানও আহরণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর থেকে যথাক্রমে ১৯৭০ খ্রি. বি.এ অনার্স, ১৯৭২ খ্রি. এম.এ এবং ১৯৮৬ খ্রি. পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯১ খ্রি. ইমাম মুহাম্মদ ইবন আলভি আল-মালিকি আল-মাক্কি (র.) (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.)-এর নিকট থেকে হাদিসের সনদ ও বর্ণনানুমতি গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী কৃতিত্বের অধিকারী মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি ছিলেন মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল (এম.কিউ.আই)-এর প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র বিশ্বের নব্বইটি দেশে এই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা ও কেন্দ্রসমূহ ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭৪ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে আইন বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনপূর্বক কর্মজীবনের অংশ হিসেবে জং-এর জেলা আদালতে এ তরুণ বিজ্ঞ কৌশলী আইনবিদ্যা অনুশীলন শুরু করেন। ১৯৭৬-১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত জং শহওে জেলা জজ আদালতে আইনজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট মেম্বারশীপ, ১৯৭৮ খ্রি. সিনেট মেম্বারশীপ এবং ১৯৭৮-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও কারিকুলাম কমিটির দক্ষ এবং প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
১৯৭৮-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামি আইন ও শরী'আহ্ আদালতের দক্ষ ও যোগ্য উপদেষ্টার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৮২ খ্রি. অ্যাপিলেট শরী'আহ্ ব্যাঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের প্রাজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৮২-১৯৮৯ খ্রি. পাকিস্তান টেলিভিশনে আল-কুরআনের আলোচনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আলোচকের দায়িত্ব পালন। ১৯৮৯ খ্রি. পাকিস্তান জাতীয় পরিসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯১-১৯৯৩ খ্রি. কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক বিষয়ে UAE-এর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইংরেজিতে লেকচারারের দায়িত্ব পালন।

ড. তাহির আল-কাদেরি একজন উদ্ভাবনক্ষম শক্তিশালী লেখক ও গবেষক। তিনি প্রায় সহস্র পুস্তক লিখেছেন, যার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৩০টি প্রকাশিত হয়েছে, অবশিষ্টগুলো প্রকাশিত হওয়ার পথে। তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা ও আলোচক। তিনি ইংরেজি, উর্দু ও আরবি ভাষায় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঁচ হাজারের অধিক লেকচার প্রদান করেছেন, উপস্থাপন করেছেন ১০০০ এরও বেশি সেমিনার বক্তব্য। মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি ১৯৭৫ সালের ১৯ মার্চ জং শহরে ২৪ বছর বয়সে তাঁর স্বীয় চাচাতো বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে হলো: ড. হাসান মুহিউদ্দিন, ড. হুসায়ন মুহিউদ্দিন, ফাতিমা, আয়িশা ও খাদিজা।[২৪]

হাদিস শাস্ত্রে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির অবদান

উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পাশাপাশি বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও মুবাল্লিগ মুসলমানগণকে কুরআন ও হাদিসের বাণী শিক্ষা দিতে থাকেন। বিভিন্ন সময় এ অঞ্চলে মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়

গড়ে উঠে অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্‌রাসা। এসকল মসজিদ ও মাদ্‌রাসায় শিক্ষা দেয়া হতো তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ প্রভৃতি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান। শাসন পরিক্রমায় অবিভক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসনামলে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন তথা তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে অদ্যাবধি ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চায় যে সকল মনীষী অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি অন্যতম। কেননা হাদিস বিষয়ে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত। নিম্নে হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবেশ করা হলোঃ

১. **আল-আরবাঈনঃ আদ্-দুররাতুল বায়দা ফী মানাকিবি ফাতিমাতিয যাহরা (রা.)** (الاربعين: الدرة البيضاء فى مناقب فاطمة الظهراء رضى الله عنهما) অর্থাৎ ফাযায়েলে শ্বেত মুক্তা নবি তনয়া ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা.)। এটি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা.)-এর পবিত্র জীবনী। এ গ্রন্থে একটি ভূমিকাসহ ৪০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনসহ ১০৫টি বিশুদ্ধ হাদিস, তাফসির, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের তালিকা বিদ্যমান।[২৫] বিশেষত ইমাম আলুসীর রুহুল-মা'আনি, ইবন কাছীরের তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ইবনুল আছীর (র.)-এর উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ইবনুল জাওযি, ইব্‌ন আব্দিল বার ও ইবন কুদাশাসহ জদদ্বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিকগণের কিতাবের উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) জান্নাতি নারীগণের সরদার, নবি করিম (সা.)-এর অতীব প্রিয়, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট রমণী, নবি করিম (সা.)-এর কলিজার টুকরো ফাতেমা (রা.), তাঁর প্রতি রাসূলের (সা.) অধিক ভালোবাসা ও কিয়ামতের ময়দানে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা অত্র গ্রন্থে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।[২৬]

২. **আল আরবাঈন : মারাজাল বাহরায়ন ফী মানাকিবিল হুসায়ন** (الاربعين : مرج البحرين فى مناقب الحسين) বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে হাসান ও হুসায়ন (রা.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে অতীব সমাদৃত। কারবালার মর্মান্তক ও বিয়োগান্তক ঘটনাপ্রবাহ মূলত হক ও বাতিলের একটি চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কতিপয় ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াসে ব্যস্ত। তারা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করার লক্ষে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে হাসনায়নে কারীমায়নের মর্যাদা ও অবস্থান অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। এতে মোট ৪০টি অধ্যায় বিদ্যমান।[২৭] গ্রন্থের শেষে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ৯৩ জন

মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও সীরাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[২৮] এ গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি হলো,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ

"আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাসান-হুসায়ন জান্নাতি যুবকগণের সর্দার।"[২৯]

৩. ইমাম আবু হানিফা ইমামুল আইম্মাতি ফিল-হাদিস (امام ابو حنيفة إمام الائمة فى الحديث)

নবি করিম (সা.)-এর সুন্নাত ও সিরাত সংরক্ষণে যে সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহ্গণ মেধা ও মননে এবং খোদাভীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সর্বযুগের বিস্ময়কর প্রতিভাবান ছিলেন, তন্মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (র.) অন্যতম। কিছু কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ প্রচারে লিপ্ত, যা যুগে যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপবাদ হচ্ছে তিনি না কি হাদিস অস্বীকার করত নিজস্ব মতের সাহায্যে মাযহাবের ভিত্তি গড়েছেন এবং তিনি মাত্র ১৭টি হাদিস জানতেন। অথচ তাঁর যুগে ইলমুল-হাদিসের সকল শাখা-উপশাখায় তাঁর মতো জ্ঞানী দ্বিতীয় কেউ ছিল না। হাদিস ও ফিক্হের জগদ্বিখ্যাত এ ইমামের বিরুদ্ধে এরূপ অপবাদ খণ্ডনে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি দু'খণ্ডে ১৫টি অধ্যায়ে দেড় শতাধিক উপাধ্যায়ে একটি বিশাল সারগর্ভ তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম জাতিকে কৃতার্থ করেছেন।[৩০] তিনি এ গ্রন্থ রচনায় কুরআন মাজিদ, হাদিস, ফিকহ ও সিরাত বিষয়ক প্রায় ২২৬টি সমৃদ্ধ গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করে গ্রন্থটির মান সমৃদ্ধ করেছেন।[৩১] ইমাম আযম (র.) প্রখ্যাত তাবিঈ ছিলেন এ মর্মে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি ইমাম সাবির উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করে বলেন,

كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِإِحْسَانٍ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذْ قَدِمَهَا.

"তিনি আল্লাহর দয়ায় তাবি'ঈর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা এটি বিশুদ্ধ মত যে, যখন আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কুফায় তাশরীফ আনেন তখন তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।"[৩২]

৪. আল-কাওলুল মু'তাবার ফিল-ইমামিল মুনতাযার (القول المعتبر فى الإمام المنتظر)

প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদি (আ.) সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি পাঠকমহলে একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ইমাম মাহদি (আ.)-এর তাশরীফ আনয়ন সম্পর্কে আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা শরী'আতে মুহাম্মদী কর্তৃক স্বীকৃত একটি চিরন্তন সত্য। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে, যদিও কেউ কেউ ভুল তথ্যাদি পরিবেশন পূর্বক মুসলিমগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। কতিপয়ের মতে, ইমাম মাহদির আগমন ঘটেছে; কারো কারো মতে, এখনো তাঁর শুভাগমন ঘটেনি আবার কেউ তা একেবারে অস্বীকার করেন। ফলে সাধারণ মুসলিমগণের কাছে তাঁর সঠিক তথ্য উপস্থাপনের বিষয়টি অত্যাবশ্যক হওয়ায় মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি উপর্যুক্ত শিরোনামে একটি মুখবন্ধ ও ১২টি পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে বিশ্ববিখ্যাত ৩৫ জন

মুসলিম গবেষকের রচিত গ্রন্থাবলির আলোকে এক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন।[৩৩] এ গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি হলো:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِئَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وجوارًا وَعُدْوَانًا قَالَ: ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا

"আবু সা'ঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, পুরো পৃথিবী জুড়ে অনাচার-অবিচার, যুলম-অত্যাচারে ভরপুর না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। অতঃপর আমারই (আহলুল বায়ত) বংশ থেকে একজন পুরুষ (মাহদী) জন্ম নিবেন। তিনি সারা বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও ন্যায়-নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন।"[৩৪]

৫. নামাযকে বা'আদ হাত উঠা কর দু'আ করনা (نماز كي بعد هات وٹا كر دعاء كرنا)

মুসলিমগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় পূর্বক অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে হৃদয় থেকে যে ফরিয়াদ উত্থাপন করি তাকে বলা হয় মুনাজাত। অনাদিকাল হতে জনসাধারণ আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে আসছে। কিন্তু মুনাজাতের ধরন ও পদ্ধতি নিয়ে রয়েছে অনেক বিতর্ক। রয়েছে হাত তোলা ও না তোলার প্রসঙ্গ। এ বিষয়টিকে মুসলিম মিল্লাতের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের লক্ষে ৩টি অধ্যায় ও একটি প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি এ শিরোনামে একটি তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি তথ্যবহুল করার ক্ষেত্রে একটি সূচনা, ১৪টি অধ্যায় ও একটি সারকথাসহ কুরআন-হাদিস ও তাফসির গ্রন্থের প্রায় ১১৩টি প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকপ্রিয় করে তুলেছেন।[৩৫] ফরয সালাতের পর দু'আর গুরুত্বে নিম্নে হাদিসের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ

"আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো; হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! কোন্ সময়ের দু'আ সবচেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি কবুল হয়ে থাকে? তিনি ইরশাদ করেন, রাতের শেষভাগে এবং ফরয সালাতের পরে দোয়া তড়িৎ কবুল হয়।"[৩৬]

৬. দু'আ আওর উসকি কাইফিয়াত (دعاء اور اسكي كيفية)

উল্লিখিত গ্রন্থটি মূলত মানব জীবনে দোয়া করার গুরুত্ব ও দোয়া করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে প্রণীত, যা পাঠকমহলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া ও প্রার্থনা করা তাঁর প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। দুঃখ পেরেশানির ভিড়ে প্রকৃত মালিকের দিকে ধাবিত হওয়া এবং বিপদাপদ, কষ্ট-ক্লেশ ও কঠিন অবস্থায় নিজের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য প্রকৃত স্রষ্টাকে ডাকার বিষয়টি মানবীয় অভ্যাসে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। দোয়ার গুরুত্বে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর দরবারে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান অন্য কোনো বস্তু নেই।"[৩৭]

বিশ্বের ২২টি প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে ১টি সূচনা, ১৪টি অধ্যায় ও একটি সারকথার সমন্বয়ে এ গ্রন্থটির মানকে লেখক সমৃদ্ধ করেছেন।[৩৮]

মাযলূম, মুসাফির ও পিতা-মাতার দু'আ সম্পর্কে এ গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন শ্রেণির মানুষের দু'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়। ১. মাযলুমের দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের কল্যাণে দোয়া।"[৩৯]

৭. আল-আব্দিয়্যাতু ফিল-হাজরাতিস সামাদিয়্যাহ (الابدية في الهجرة الصمادية)

উপর্যুক্ত গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত একটি গ্রন্থ। আমরা আশরাফুল মাখলুকাত উপরন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী বিধায় আল্লাহর প্রতি আমাদের নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করা ব্যতিত বিকল্প কোনো পথ নেই। তিনি বাদশাহের বাদশা, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, ভাঙা হৃদয়গুলোর সেতুবন্ধন করা একমাত্র তাঁরই কাজ। হৃদয়ের ক্ষতগুলো তিনি ব্যতিত আর কেউ সারাতে পারেন না। জীবনের সার্বিক শূন্যতা-হাহাকারকে উচ্ছাসে পরিণত করতে পারেন তিনি, অতৃপ্তকে তৃপ্ত করেন তিনি। অশান্ত ঢেউয়ে তিনিই একমাত্র বান্দার ভরসাস্থল। তাই সে প্রভুর সকাশেই মুমিনের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে ইবাদতগুজার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ যে হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত নেই তা যেন এক বিরাণ মরুভূমি। আঁধার কালো পরিত্যক্ত পোড়া বাড়ি। যেথায় না কোনো আলো আছে, না কেউ প্রদীপ জ্বালাবে, না বসন্ত আসে, না পাখিরা গান গায়, না ফুল সুবাস ছড়ায়, না প্রজাপতিরা রঙ-বেরঙের ডানা মেলে। তবে এমন মৃত-মরুভূমিতেও আসতে পারে প্রাণ। পাখি-ভোমরায় গুঞ্জরিত পুষ্পদ্যান হতে পারে, যদি তাতে স্রষ্টা প্রেমের মশাল জ্বলে। আর এরূপ দিক-নির্দেশনা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের বিষয়গুলোই উপর্যুক্ত গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এর পাশাপাশি গ্রন্থকার দু'টি অধ্যায়ে ৩০টি অনুচ্ছেদে ১০৫টি প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোকে আমলের বিশুদ্ধতা, দুনিয়ার প্রতি অনীহা, সততা-একনিষ্ঠতা, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভয় ও বাস্তব জীবনে বিভিন্ন নফল নামাযের ফজিলতের বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে মুসলিম মিল্লাতকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। এ গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি হলো:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

“আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থাকে, অবশ্যই সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।”[৪০]

৮. আল-কাওলুল ওয়াসীক ফী মানাকিবিস সিদ্দিক (القول الوثيق فى مناقب الصديق)

এটি আবু বকর (রা.)-এর একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ। গ্রন্থটির ১-৪০ পৃষ্ঠায় একটি বিষয়সূচি সাজানো হয়েছে। এতে বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সায়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জন্ম, শৈশবকাল, বাল্যকাল, যৌবনকাল এবং যুবক বয়সে নবি করিম (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনায়নে অগ্রগামিতা, ঈমান গ্রহণ, পরবর্তী সময় ইসলামের প্রতি অনন্য আত্মত্যাগ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এরপর নবি করিম (সা.)-এর প্রতি তাঁর অকুন্ঠ ভালোবাসা, সার্বক্ষণিক তাঁর সাহচর্যসহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতার বিষয়টি চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা রয়েছে।

গ্রন্থটির শেষে লেখক কুরআন, তাফসির, হাদিস, সিরাত, ইতিহাসসহ পাশ্চাত্য অসংখ্য লেখকের ১৩৮টি গ্রন্থের উৎস দ্বারা গ্রন্থটির মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন।[৪১] তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আল হায়তামির আস্ সাওয়ায়িকুল মুহরিকহি, আলুসীর রুহুল মা'আনি, ইবন আবি শায়বার আল মুসান্নাফ, ইবন জা'দ এর আল-মুসনাদ, ইবন হিব্বানের আস্-সহিহ, ইবনুল খুযায়মার আস্-সহিহ, ইব্ন সা'দ এর তাবাকাতুল-কুবরা, ইব্ন আব্দিল বারের আত্-তামহিদ, ইবন আসাকিরের তারিখে দিমাশকিল কাবির ইত্যাদি।[৪২]

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পর আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈশবকাল পঙ্কিলতামুক্ত জীবন ফুলের মতো অতীব সুন্দর ও সুরভী। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার ব্যাপারে বলেন,

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَلَا غَرَبَتْ، عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ

“নবি-রাসুলগণের পর আবু বকর অপেক্ষা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষের উপর সূর্য উদিত হয়নি এবং অস্তও যায়নি।”[৪৩]

এককথায় বলা যায়, যে সকল উপাদান মানব চরিত্রকে সুন্দর, উন্নত, মহৎ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে তার সবগুলোই আবু বকর (রা.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। জাহিলি যুগেও তিনি পবিত্রতা, সততা, দানশীলতা, দয়া, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ছিলেন। যে সমাজে মদ্যপান, ব্যভিচার ও পাপাচার সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল, আবু বকর (রা.) সে সমাজের একজন প্রভাবশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও এর সমস্ত কলুষ ও পঙ্কিলতা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ২৮০ পৃষ্ঠার

৪১টি অনুচ্ছেদে তাহির আল-কাদেরি এ বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন।[৪৪]

৯. শাহাদাতে ইমাম হুসায়ন (রা.) ফালসাফা ওয়া তা'লীমাত (شهادة إمام حسين رضى الله عنه فلسفة والتعليمة)

ইমাম হুসায়ন (রা.)-এর শাহাদাতের দর্শন ও শিক্ষা গ্রন্থটি উর্দু- ভাষায় রচিত। এটি আহলুল-বায়তের উপর লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এতে সর্বমোট ৭টি অধ্যায় ও শতাধিক উপাধ্যায় বিদ্যমান।[৪৫] সম্মানিত গ্রন্থকার সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে উর্দু ভাষায় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাসহ বিশেষত ইমাম হুসায়ন (রা.) সহ অপরাপর শুহাদায়ে কিরামের অকৃত্রিম আত্মত্যাগকে তাঁর ক্ষুরধার লিখনির মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এ গ্রন্থের মান সমৃদ্ধির জন্য তিনি 'সিহাহ সিত্তাহ' ছাড়া প্রামাণ্য অসংখ্য হাদিস, তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থ বিশেষত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার অসংখ্য উদ্ধৃতির সমন্বয় সাধন করে সাধারণ পাঠক ও গবেষকগণকে কৃতার্থ করেছেন।[৪৬]

এ গ্রন্থে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনায় স্বয়ং রাসুল (সা.)-এর মনে যে চরম ব্যথা ও কষ্ট পেয়েছিলেন তা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়:

رأيت رسول الله ﷺ فيما يرى النائم بنصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم فأحصى ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ

"একদা মধ্যাহ্নকালে ঘুমের মধ্যে আমি নবি করিম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চুলগুলো ছিল এলোমেলো ধুলোমলিন। হাতে ছিল রক্তভর্তি একটি বোতল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনার হাতে এ কীসের রক্ত? তিনি বললেন, হুসায়ন ও তাঁর সাথীদের। যেগুলো আমি আজ সকাল থেকেই কুঁড়িয়ে নিচ্ছিলাম।"[৪৭]

১০. শহরে মদিনা আওর যিয়ারাতে রাসুল (সা.) (شهر مدينه اور زيارت رسول صلى الله عليه وسلَّم)

উপর্যুক্ত গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মদিনা-শহর ও যিয়ারাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফজিলত, আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে লিখিত। সুদীর্ঘকাল ধরে কতিপয় মুসলিম নামধারি আলিম হজ্জের সময় মদিনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই এ ধরনের অনেক মনগড়া মতবাদ প্রচারে ব্যস্ত। মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি বিষয়টি অনুধাবন করে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। মদিনা মুনাওয়ারার প্রত্যেক যিয়ারতকারী ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে অনন্য প্রশান্তির সৃষ্টি করে। তাই মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি মদিনা শহরের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যাবলি এবং নবি করিম (সা.)-এর রওযা যিয়ারতের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার প্রতি অনুপ্রেরণা এবং গুরুত্ব প্রদানে ২টি অধ্যায়ে পঞ্চাশোধিক পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ হাদিসের উদ্ধৃতি সহকারে উপর্যুক্ত শিরোনামে এ অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৮] উদ্ধৃতিস্বরূপ বলা যায় মদিনা-মুনাওয়ারাকে মহামারি ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাযত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُ

"মদিনা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ফিরিশতা মোতায়েন রয়েছেন। এ নগরীতে দাজ্জাল ও মহামারি প্রবেশ করতে পারবে না।"[৪৯]

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত সম্পর্কে নবি করিম (সা.) বলেন,

مَنْ زَارَنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় মদিনায় এসে আমার যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষী হব এবং তার পক্ষে সুপারিশ করব।"[৫০]

১১. মা'মুলাতে মিলাদ (معمولات میلاد)

এ ধরাধামে বিশ্বনবি (সা.)-এর শুভাগমন বিশ্ববাসীর জন্য মহান স্রষ্টার বিরাট করুণা ও দয়া বিশেষ। বিশ্বনবির শুভাগমনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজীবনের নানা দিক ও বিভাগে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে ইতোপূর্বে কোনো মানুষ তা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। তাই প্রকৃত নবি প্রেমিকগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন ধরনের পুণ্যকাজ করে থাকেন, যা নবিবিদ্বেষী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ শরিয়ত বহির্ভূত আমল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি শরিয়তসম্মত এসব আমলের উপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম মা'মুলাতে মিলাদ। গ্রন্থটিতে একটি প্রাককথন, একটি ভূমিকা ও ৯টি অধ্যায়ে শতাধিক পরিচ্ছেদ রয়েছে।[৫১] গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষলগ্নে জগদ্বিখ্যাত **১৪১**টি তাফসির ও হাদিস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এ গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করেছেন।[৫২] গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি হলো:

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ

"বয়স্ক নারী-পুরুষ ঘরের ছাদে উঠলেন আর কমবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় নেমে পড়লেন। সবাই উচ্চ আওয়াজে বলছিলেন, ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া মুহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লাহ!"[৫৩]

১২. ইশকে রাসুল (عشق رسول)

মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি কর্তৃক উর্দু ভাষায় বিরচিত উপর্যুক্ত গ্রন্থটি প্রামাণ্য উদ্ধৃতি, জোরালো বক্তব্য, বাস্তব বিশ্লেষণ ও যথার্থ নির্দেশনামূলক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। লেখক একটি প্রাককথন, সাত অধ্যায় ও শতাধিক পরিচ্ছেদের মাধ্যমে এ প্রামাণ্য গ্রন্থটি সাজিয়েছেন।[৫৪] এ গ্রন্থে নবি করিম (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামগণ এমনকি উস্তুনে হান্নানার মতো জড় বস্তুর বিরহ বেদনা ও গভীর ভালোবসার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। যেমন জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,

فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ

"খেজুরের থাম (উস্তুনে হান্নানা) শিশুদের ন্যায় কান্না জুড়ে দিলে। নবি করিম (সা.) মিম্বর থেকে নেমে এসে এর পাশে গিয়ে দাড়ালেন। আর এটিকে জড়িয়ে নিলেন। তৎক্ষণাৎ থামটি শিশুদের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না থামিয়ে ফেলল।"[৫৫]

১৩. জশনে মিলাদুন্নবি কি শারঈ হায়ছিয়াত (جشن میلاد النبي کی شرعي هيصية)

উপর্যুক্ত গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জশনে মিলাদুন্নবি (সা.) সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ করে এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। আর অন্যদিকে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার-প্রসার করার লক্ষে যুগ-যুগান্তরে, কাল-কালান্তরে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আগমন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত, যা পৃথিবীর সকল নবি-রাসুল তাদের স্ব-স্ব উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর নিয়ামত প্রাপ্তিতে খুশি উদ্‌যাপন অন্যতম ইবাদত। তাই উম্মতে মুহাম্মদি (সা.) নবি করিম (সা.)-এর পৃথিবীতে আগমন দিবসে খুশি উদ্‌যাপন করে থাকে। জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.)-এর মাধ্যমে নবি প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কোনোক্রমেই এ ইবাদতকে বাঁকা চোখে কিংবা হীন ও তুচ্ছভাবে দেখার অবকাশ নেই।

পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি উর্দু ভাষায় লিখিত জ্ঞানগর্ভ এ গ্রন্থে ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.)-এর বৈধতা ও ফজিলত সম্পর্কে অকাট্য দলিল তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার একটি ভূমিকা ও ৭টি অত্যন্ত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল পরিচ্ছেদে কুরআন মাজিদ, সিহাহ সিত্তাহসহ প্রামাণ্য হাদিসগ্রন্থ ও পৃথিবী বিখ্যাত প্রায় ৪৩টি সীরাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থটির মানকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৫৬] এ গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের একটি উদ্ধৃতি হলো:

كانت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها سنة الفتح والابتهاج، فإن قريشا كانت قبل ذلك في جدب وضيق عظيم، فاخضرت الأرض، وحملت الأشجار، وأتاهم الرغد من كل جانب في تلك السنة.

"যে বছর হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন, সে বছরকে বিজয়, আনন্দের বছর বলা যায়। কেননা কুরাইশরা ঐ বছরের আগে জীবিকা নির্বাহে কষ্টকর এক বিরাট দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। অতঃপর রাসুল (সা.)-এর বেলাদতের বরকতে সে বছর আল্লাহ তা'আলা শুষ্ক জমিনকে সজিবতা দান করেন, জমিনে নানাবিধ বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করেন এবং তাতে শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ করে লতা-গুল্ম-ফুল-ফলাদিতে বিকশিত করে দিলেন। কুরাইশরা সে বছর সর্বদিক দিয়ে খায়র ও বরকত পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল।"[৫৭]

১৪. আল-মাইজাতুন নাবুবিয়্যাহ ফিল-খাসায়িসিদ দুনওয়াভিয়্যাহ (الميزات النبوية فى الخصائص الدنيوية)

গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাসুল (সা.)-এর পার্থিব জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলী অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে হাফিয জহির আহমদ আল

ইসনাদি ও আজমল আলী মুজাদ্দেদি এবং পুনঃনিরীক্ষণে প্রফেসর মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ মঈনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০ রুপি মূল্যমান ও ২৭৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সংস্করণে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৫৮]

১৫. আল-ওয়াফা ফী রাহমাতিন নাবিয়্যিল মুস্তাফা (সা.) (الوفا في رحمة النبي المصطفى ﷺ)

গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমগ্র সৃষ্টিকূলের প্রতি রাসুল (সা.)-এর রহমত ও ভালোবাসার বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী ও আজমল আলী মুজাদ্দেদী এবং পুনঃনিরীক্ষণে মুহাম্মদ খালীফ আমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২৫০ রুপি মূল্যমান ও ৩৪৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে মোট ২২০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৫৯]

১৬. আন্-নাজাবা ফী মানাকিবিস্-সাহাবা ওয়াল-কারাবা (النجابة في مناقب الصحابة والقرابة)

গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলুল-বায়তের পূতঃপবিত্রতার বিষয়টি লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে ফয়জুল্লাহ বাগদাদী ও হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৪০০ রুপি মূল্যমান ও ৬৭৭ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬০]

১৭. আনওয়ারুন নবুভিয়্যাহ ফিল-আসানিদিল হানাফিয়্যাহ (الأنوار النبوية في الأسانيد الحنفية)

গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর হাদিস সংকলন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর হাদিস সংকলনের বিষয়টি লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি জগদ্বিখ্যাত হাদিসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। হাফিয ফারহান আস্-সুনায়ি গ্রন্থটির ভূমিকা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৬৭৭ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মূল্য সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৬১]

১৮. আল-বাদরুত তামাম ফিস্-সালাতি আলা সাহিবিদ দুনুভ্যি ওয়াল-মুকাম (البدر التمام فى الصلاة على صاحب الدنو والمقام)

গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাসুল (সা.)-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফজিলত সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে ফয়জুল্লাহ বাগদাদী ও আজমল আলী মুজাদ্দেদী এবং পুনঃনিরীক্ষণে জিয়াউল্লাহ নাইয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিউজ ১৪০ ও সাদা ২৩০ রুপি মূল্যমানের ২৩২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সাদা ও নিউজ প্রিন্ট কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬২]

১৯. আস্-সুবূলুল ওয়াহবিয়্যাহ ফিল-আসানীদিজ জাহারিয়াহ (السلول وهبية في الاساند الجهارية)

গ্রন্থটি বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হাদিসের সনদ সম্পর্কিত লেখকের একটি অনবদ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৪০ রুপি মূল্যমানের ৩২২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৩]

২০. আস্সাফা ফিত-তাওয়াস্সুলি ওয়াত্-তাবাররুকি বিল মুস্তাফা (সা.) (الصفا في الطواء الصولي والطباركي بالمسطفى صلى الله عليه وسلّم)

নবি করিম (সা.)-এর অসিলা ও বরকত তথা মুসলিম মিল্লাতের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন সম্পর্কিত লেখকের একটি অনবদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে হাফিয জহির আহমদ আল-ইসনাদী ও ফয়জুল্লাহ বাগদাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২২০ রুপি মূল্যমানের ৩৩০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে VRG কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৪]

২১. আদ্-দু'আ ওয়ায্-যিকরু বা'দাস্-সালাত (الدعاء والذكر بعد الصلاة)

গ্রন্থটি নামাযোত্তর সময়ে সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাস্তব জীবনে অনুশীলন ও অসংখ্য ফজিলত সম্পর্কীয় দোয়া ও যিকরের সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে হাফিয জহির আহমদ আল-ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১২০ রুপি মূল্যমানের ১৪৭ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এবং পঞ্চম সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ৫৫০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৫]

২২. আল-আতাউল আমীম ফী রাহমাতিন্-নাবিয়্যিল-আযীম (الطوال اميم في رحمة النبي العزيزم)

গ্রন্থটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিশ্বের সকল সৃষ্টিজীবের জন্য রহমাতুল লিল আলামীন হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটি হাদিসের সংকলনধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থটির অনুবাদে আজমল আলী মুজাদ্দেদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৩০ রুপি মূল্যমারের গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৬]

২৩. ফালসাফা-ই-সাওম (فلسفاء الصوم)

গ্রন্থটি মানবজীবনে সাওমের গুরুত্ব, ফজিলত, ফারযিয়্যাত এবং সাওমের মাধ্যমে আল্লাহভীতি সহ পাপাচার-কামাচার ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার দর্শন ভিত্তিক একটি হাদিস গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে জিয়া নায়্যার ও আলী আকবর আল-কাদেরি, তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে আব্দুল জাব্বার কামর ও মুদ্রণে মুহাম্মদ ইয়ামীন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুহাম্মদ জাভেদ খাটানার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১৪০ রুপি মূল্যমানের ১৭৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম-৪র্থ সংস্করণ সাদা কাগজে ৪৪০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৭]

২৪. আলফুতু হাতুন নাবাবিয়্যাহ ফিল-খাসায়িসিল উখরাভিয়্যাহ (الفتوحات النبوية فى الخصائص الأخروية)

গ্রন্থটি নবি করিম (সা.)-এর পরকালীন জীবনের ধরন, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর লিখিত অনবদ্য ও পাঠকনন্দিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির অনুবাদে যথাক্রমে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী ও আজমল আলী মুজাদ্দেদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮০ রুপি মূল্যমানের ২৩৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৮]

২৫. কানযুল ইনাবা ফী মানাকিবিস্-সাহাবাহ (كنزل الإنابة في مناقب الصحابة)

এটি সাহাবায়ে কিরামের (রা.) ফজিলত ও মানাকিব সম্পর্কীয় পাঠকপ্রিয় একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসের সমন্বয়ে গ্রন্থটির মান সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে ফায়জুল্লাহ আল বাগদাদী ও হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২০০ রুপি মূল্যমানের ৪১৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ২২০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৬৯]

২৬. কাশফুল আসরার ফী মুহাব্বাতিল মাওজুদাতি লি সায়্যিদিল আবরার (كشف الأسرار فى محبة الموجودات لسيد الأبرار)

এটি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি জীব, মানব ও জড় জগতের ভালোবাসা সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে একটি পাঠকনন্দিত গ্রন্থ। এতে মানবজাতির পাশাপাশি বিভিন্ন চতুষ্পদ প্রাণী, পাখি এমনকি উস্তানে হান্নানার মতো অসংখ্য জড়বস্তুও যে নবি করিম (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও নবি বিরহ বেদনায় কাতর হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এ বিষয়গুলো বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সার্থকভাবে উপস্থাপনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আফজাল আল-কাদেরি ও ফায়জুল্লাহ আল-বাগদাদী এবং সার্বিক সহযোগিতায় হাসনায়ন আব্বাস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১২০ রুপি মূল্যমানের ২১০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭০]

২৭. আল-ইনতিকাহ লিল খাওয়ারিজি ওয়াল হারুরিয়া (الإنتباه للخوارج والحروراء)

গ্রন্থটি ভ্রান্ত মতবাদী খারিজী এবং হারুরিয়ার সৃষ্টি, তাদের ভ্রান্ত আকিদা ও হিংস্রতার উপর লিখিত একটি অনবদ্য পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৭৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়। যার মূল্যমান সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৭১]

২৮. কানযুল মাতালিব ফী মানাকিবি আলী ইবন আবী তালিব (রা.) (كنز المطالب فى مناقب على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه)

গ্রন্থটি আহলুল-বায়তের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও বেলায়াতের সম্রাট হযরত আলী (রা.)-এর জন্ম, শৈশবকাল, বাল্যকাল, বাল্যকালে নবি করিম (সা.)-এর পূতোপবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ, যৌবনকাল এবং পরিণত বয়সে ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম টান, ভালোবাসা, দৃঢ়তাসহ খিলাফতের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ বিশুদ্ধ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আফজাল আল-কাদেরি ও ফায়জুল্লাহ আল বাগদাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উল্লেখ্য ISBN: 969-32-0410-1 নম্বর সম্বলিত ১৪০ রুপি মূল্যমানের ৮০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭২]

২৯. আল-বায়্যিনাত ফিল-মানাকিবি ওয়াল-কারামাত (البينات فى المناقب والكرامات)

হাদিসের আলোকে জীবনী ও কারামত সম্পর্কিত গ্রন্থটিতে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবি, তাবি'ঈন, তাবি-তাবি'ঈনসহ অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অলৌকিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৬০ রুপি মূল্যমানের ২১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম-৩য় সংস্করণ সাদা কাগজে ৩৩০০ কপি প্রকাশিত হয়। যার মূল্যমান সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৭৩]

৩০. রাওযাতুস সালিকীন ফী মানাকিবিল আউলিয়া ওয়াস সালিহীন (روضة السالكين فى مناقب الأولياء والصالحين)

গ্রন্থটি আউলিয়া ও সালেহীনগণের ফজিলত ও মানাকিব সম্পর্কিত একটি পাঠকপ্রিয় প্রামাণ্য গ্রন্থ। যাতে পুরো পৃথিবীর অসংখ্য আউলিয়া ও সালিহীনের কঠোর রিয়াযাত, ধর্মীয় জীবনযাপন পদ্ধতি, মানবজীবনে তাঁদের আদর্শ অনুকরণ ও ফজিলত সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিসের সমাহার বিদ্যমান। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে ফায়জুল্লাহ আল বাগদাদী ও হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী এবং সার্বিক সহযোগিতায় আজমল আলী মুজাদ্দেদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২৬০ রুপি মূল্যমানের ৪১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৪]

৩১. গাযাতুল ইজাবাহ ফী মানাকিবিল কারাবাহ (غزوة اجابة في مناقبل الكرابة)

এ গ্রন্থটিতেও আহলুল বায়তের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, ফজিলত, তাঁদের প্রতি মুসলিম মিল্লাতের অকৃত্রিম ভালোবাসার অনস্বীকার্য বিষয়াবলী হাদিসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে ফয়জুল্লাহ বাগদাদী ও হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৫০ রুপি মূল্যমানের ৩২৭ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটএর সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে নিউজ প্রিন্ট কাগজে ২২০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৫]

৩২. আল-ইকদুছ ছামীন ফী মানাকিবি উম্মাহাতিল-মু'মিনীন (রা.) (العقد الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن اجمعين)

এটি নবি করিম (সা.)-এর ১১ জন মতান্তরে ১২ জন স্ত্রীর পবিত্র জীবন যাপন, চারিত্রিক সুষমা, সৌন্দর্য, পরহেজগারিতা এবং নারী জাতির জন্য পালনীয় আদর্শসমূহের গুরুত্বের উপর লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে ফয়জুল্লাহ বাগদাদী ও হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৭০ রুপি মূল্যমানের ৬৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায়

এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ২২০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৬]

৩৩. কিয়া মিলাদুন্নবি মানানা বিদ'আত হে? (كي ميلاد النبي منا بدعة هي؟)

ইসলামের অন্যতম পালনীয় একটি অনুসঙ্গ তথা ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) পালন সম্পর্কে বর্তমানে কতিপয় উলামায়ে কিরামের মাঝে মতদ্বৈততা দেখা যায়। এ বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে মুসলিম মিল্লাতকে অবহিত করার অনন্য প্রয়াসে গ্রন্থটির অবতারণা। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আলী কাদেরি ও মুহাম্মদ ফারুক রানা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৭০ রুপি মূল্যমানের ৬৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৭]

৩৪. মিলাদুন্নবি (সা.) (ميلاد النبي صلى الله عليه وسلَّم)

এ গ্রন্থটিও ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.)-এর বৈধতার উপর লিখিত অনন্য বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আলী কাদেরি ও মুহাম্মদ ফারুক রানা, পুনঃনিরীক্ষণ ও অনুবাদে ড. আলী আকবর আল আযহারী এবং প্রুফ রিডিংয়ে যথাক্রমে জিয়া নাইয়ার ও হাফিজ ফারহান ছুনাঈ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উল্লেখ্য ISBN-969-32-0467-0 নম্বর সম্বলিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হওয়ায় ৩৬০ রুপি মূল্যমানের ৮৩১ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম-৪র্থ সংস্করণ পর্যন্ত নিউজ প্রিন্ট কাগজে ৪৪০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৮]

৩৫. আন্-নাজাতু ফী ইকামাতিস সালাত (النجاة في إقامة الصلاة)

নামায মুসলিম জীবনে একটি ফরয ইবাদত, যার কোনো বিকল্প নেই। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কারীমা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসের সমন্বয়ে লিখিত এ গ্রন্থটি অত্যন্ত পাঠকনন্দিত। গ্রন্থটি পুনঃনিরীক্ষণ ও অনুবাদে প্রফেসর মুহাম্মদ নেওয়াজ যফর, তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আফজাল কাদেরি ও ফায়জুল্লাহ বাগদাদী এবং প্রুফ রিডিংয়ে হাসনায়ন আব্বাস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৮০ রুপি মূল্যমানের ১৮৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৭৯]

৩৬. আন্-নি'মাতুল উলাইয়া আলা আউয়ালুল খালকি ওয়া আখিরিল আম্বিয়া (النعمة العليا على أوّل الخلق وآخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم)

এটি নবি করিম (সা.)-এর নবুওয়াতের মর্যাদা এবং সৃষ্টির আদি ও অন্ত সম্পর্কিত একটি অনবদ্য হাদিস গ্রন্থ। এতে সৃষ্টির মাঝে নবি করিম (সা.)-এর সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের মাঝে পৃথিবীতে সর্বশেষ নবি হিসেবে আগমনের রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী ও ফয়জুল্লাহ বাগদাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১০০ রুপি মূল্যমানের ১৪৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে নিউজ প্রিন্ট কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮০]

৩৭. আত্-তাসরীহ ফী সালাতিত্-তারাবীহ (التصريح فى صلاة التراويح)

ইদানিং মুসলিম জনসাধারণ এমনকি তথাকথিত আলেম সমাজের মাঝেও তারাবীহ নামাযের রাকাত এবং তারাবীহ নামায পড়ার পদ্ধতি নিয়ে চরম মতপার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি তাঁর লিখিত এ গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকাত। এ সম্পর্কে লিখিত এ হাদিস গ্রন্থটি মতপার্থক্য ও মতদ্বৈততার বিষয়টিকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে হাফিয জহির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৪৩ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়। যার মূল্যমান সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৮১]

৩৮. উমদাতুল বায়ান ফী আজমাতি সায়্যিদি ওয়ালাদি আদনান (সা.) (عمدة البيان فى عظمة سيد ولد عدنان ﷺ)

নবি করিম (সা.) এর মর্যাদা ও ইখতিয়ার নিয়ে লিখিত এ গ্রন্থটিতে সৃষ্টিজগৎ বিশেষত সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের মাঝে নবি করিম (সা.)-এর মর্যাদা যে অনন্য তা পরিস্ফূটিত হয়েছে। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে হাফিজ জহির আহমদ আল ইসনাদী ও ফয়জুল্লাহ বাগদাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১১০ রুপি মূল্যমানের ১৭৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে নিউজ প্রিন্ট কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮২]

৩৯. জিবহি আযীম (ذبح العظيم)

গ্রন্থটির বিন্যাস ও সংকলনে যথাক্রমে রিয়াজ হুসাইন চৌধুরী ও মুহাম্মদ তাজুদ্দীন কালামী এবং পুনঃনিরীক্ষণে আলী আকবর আল আযহারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাঠক মহলে অত্যাধিক সমাদৃত ও সুখপাঠ্য হওয়ায় ৪০ রুপি মূল্যমানের ১৪৩ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম-৮ম সংস্করণ সাদা কাগজে সর্বমোট ১৩,০০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮৩]

৪০. আল-মিনহাজুস সাভী মিনাল হাদিসিন্-নাবাবী (সা.) (المنهاج السوى من الحديث النبوى ﷺ)

এটি দ্বীন উপলব্ধি ও আকিদার বিশুদ্ধতার উপর হাদিস সংকলনের একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিশুদ্ধ আকীদা ব্যতিত আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ধরনের ইবাদত মূলত পণ্ডশ্রম হিসেবে পরিগণিত। উল্লিখিত গ্রন্থে গ্রন্থকার এ বিষয়টিই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হাদিসের আলোকে প্রতিভাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটি নিরীক্ষণে যথাক্রমে মুফতি আব্দুল কায়্যুম খান হাজারাবী ও মুহাম্মদ ফারুক রানা এবং তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উল্লেখ্য ISBN: 969-32-0565-0 নম্বর সম্বলিত গ্রন্থটি পাঠক মহলে অত্যাধিক সমাদৃত ও সুখপাঠ্য হওয়ায় ৮৭০ রুপি মূল্যমানের ৯৮৯ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম-১২শ সংস্করণ সাদা কাগজে সর্বমোট ৪৩,১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮৪]

৪১. হিদায়াতুল উম্মাহ আলা মিনহাজিল কুরআন ওয়াস্-সুন্নাহ (هداية الأمة على منهاج القرآن والسنة)

গ্রন্থটি উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন দর্শন সম্পর্কিত বিশাল হাদিস সংকলন গ্রন্থ। এতে মানবজীবন তথা মুসলিম মিল্লাতের জীবনের প্রতিটি ইবাদত-বন্দেগী, জীবনবোধ, আচার-আচরণ, মানবাধিকারসহ সকল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি পুনঃনিরীক্ষণে হুসায়ন আব্বাস এবং তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে যথাক্রমে মুহাম্মদ আফজাল কাদেরি ও ফয়জুল্লাহ বাগদাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উল্লেখ্য ISBN: 978-969-32-0827-6 নম্বর সম্বলিত ৯০০ রুপি মূল্যমানের ১১১২ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সাদা কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮৫]

৪২. আহসানুস সানা'আফি ইছবাতিশ শাফা'আ (أحسن الصناعة فى إثبات الشفاعة)

গ্রন্থটি মূলত কিয়ামতের ময়দানে নিরাশ্রয় পাপী-তাপী মুসলিম মিল্লাতের জন্য নবি করিম (সা.)-এর শাফা'আত সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। হাশরের বিভিষীকাময় কঠিন পরিস্থিতিতে নবি করিম (সা.)-এর শাফা'আত ছাড়া

কোনো ব্যক্তিই উপরন্তু অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম কিংবা তাঁদের উম্মতরাও জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করবে না। বস্তুত এসব বিষয়াবলিই লেখক উক্ত গ্রন্থে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।। গ্রন্থটি নিরীক্ষণে প্রফেসর মুহাম্মদ আকরাম মাদানি এবং তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে হাফিয ফারহান সুনায়ী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২৬০ রুপি মূল্যমানের ৪৫৫ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে নিউজ প্রিন্ট কাগজে ২২০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮৬]

৪৩. মুসনাদু ইমাম আবী হানিফা (مسند الإمام أبي حنيفة)

বর্তমানে কতিপয় ভ্রান্ত দল তথা লা-মাযহাবী আহলে হাদিস সম্প্রদায় মনে করেন ইমাম আবু হানিফা (র.) হাদিস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। উল্লিখিত গ্রন্থে মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) শুধু ফিকহ শাস্ত্রে নয়, উপরন্তু হাদিস শাস্ত্রেও অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। যার একটি প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ হলো মুসনাদ-ই ইমাম আবী হানিফা। গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে হাফিয ফারহান সুনায়ী, পুনঃনিরীক্ষণে ড. আলী আকবার আল-আযহারী এবং প্রুফরিডিংয়ে মুহাম্মদ ওয়াসীম আশ শাহামী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৪০০ রুপি মূল্যমানের ৮৬৫ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট গ্রন্থটি ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক ১ম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে নিউজ প্রিন্ট কাগজে ১১০০ কপি প্রকাশিত হয়।[৮৭]

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতিত মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি মুসলিম উম্মাহর জীবনে প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য বিষয়াদির উপর লিখিত উল্লেখযোগ্য আরো কতিপয় গ্রন্থ হাদিসের আলোকে প্রণয়ন করেছেন। যেগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচিতি, নবি করিম (সা.)-এর ফজিলত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবি তাবিঈনের জীবনী, কারামত, রিয়াযত ও বিশুদ্ধ আকিদা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৯. গবেষণা প্রবন্ধের ফলাফল

বর্তমান সময়ে বিশ্বে ইসলামি ব্যক্তিত্বের মধ্যে যারা হাদিস বিষয়ে অবদান রেখে চলেছেন তাদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি অন্যতম। তিনি হাদিস ব্যতীত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বের ইসলাম প্রিয় মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করে চলেছেন। তাঁর উক্ত অবদানসমূহের মধ্যে 'হাদিস শাস্ত্রে অবদান' বিষয়ে প্রবন্ধটির নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করা যায়-

১. ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি বর্তমান সময়ে পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের নিকট একজন ইসলামিক স্কলার হিসেবে পরিচিত। ইসলামি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখনে তাঁর সুক্ষ্যাতি বিশ্বব্যাপি সমাদৃত।

২. তাঁর রচনাবলির মধ্যে হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলি সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে এবং এ বিষয়ে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।
৩. তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো তথ্যবহুল ও দলিল ভিত্তিক। প্রত্যেকটি গ্রন্থে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও ইলমুর রিজালসহ বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। যার মাধ্যমে দেখা যায় যে, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর উপর পাঠক ও গবেষকবৃন্দ নির্ভর করতে পারেন।
৪. প্রবন্ধটি পাঠে ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও হাদিস বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে পাঠক মহল বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ একটি সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি হলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকিহ্, আরবি ভাষাবিদ ও দেশবরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি যে শুধু আলোচনা করেন তা নয়, বরং লেখনীর জগতেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বিশেষত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর রচনার হাত প্রসারিত করেন। তিনি তাফসির, হাদিস, সিরাত, ফিক্হ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পাঠকমহলে বেশ প্রশংসিত। বিশেষত ইলমুল-হাদিস বিষয়ে তাঁর লিখিত প্রায় ১৩০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দখল থাকায় হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ। হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর লিখিত এসকল রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ সাধিত হচ্ছে এবং মুসলিম জনসাধারণ তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৭৬

২ ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসায়নিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬০; আরবি ভাষ্য:
الحديث: كل ما يتحدث به من كلام وخبروفى اصطلاح المحدثين : قول او فعل او تقرير نسب الى النبى صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث: علم يعرف به اقوال النبى صلى الله عليه وسلم

৩ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1998), p. 153

৪ রাগিব আল ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল-কুরআন*(মিসর: মুস্তাফা আল-হালাবী, ১৩২৪ হি.), পৃ. ১০৮; আরবি ভাষ্য: الحدوث كون الشئ بعد أن تكن عرضا كان اوجوهرا وكل كلام يبلغ لإنسان من جهة السمع او الوحى فى يقظته او أمنامه يقال الحديث

৫ ড. মাহমূদ আত্-তাহহান, *তায়সিরু মুসতালাহিল হাদিস*(সৌদি আরব: মাকতাবাতুছ ছারওয়্যাহ, ১৯৮২ খ্রি./১৪০২ হি.), পৃ. ১৪; আব্দুল করীম মুরাদ, *মিন আতইয়াবিল মিনহি ফি ইলমিল মুসতালাহ* (সৌদি আরব: মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৪১১ হি.), পৃ. ৬

৬ *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল-কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৭ নাসিরুদ্দিন আলবানি, *আল-হাদিস হুজ্জিয়্যাহ* (কুয়েত: দারুস্-সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৫

৮ আরবি ভাষ্য: هو الكلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة

দ্র. ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *কামুসুল-আসরী* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৮; ওয়াহিদুয্-যামান, *লুগাতুল-হাদিস* (করাচি: কারখানা তিজারাতে কুতুব, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩১; আন-নববী, *তাদরিবুর-রাবি* (লাহোর: দারু নাশরিল-কুতুবিল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৬; বুতরুস আল-বুস্তানি, *কিতাবু কুতরিল মুহিত* (বৈরুত: মাকতাবাতু বুস্তান, ১৮৬৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; Edward william lane, *An Arabic-English Iexicon,* Vol. 2 (Beirut: 1980), p. 529

৯ আরবি ভাষ্য: وقد استشعر بعض العلماء فى مادة الحديث معنى الجدة فالقوه على ما يقابل للقديم وهم يريدون بالقديم كتاب الله وبالجديد ما أصنيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্র. ড. সুবহি সালিহ, *উসুলুল হাদিস ওয়া মুসতালাহুহু* (বৈরুত: দারুল-ইলম লিল মালা'ঈন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১০৮

১০ ড. উজ্জায আল-খতিব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবিন*(বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ২০; ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *আল কামুসুল মাদবাসি*(মিসর: আল-মাতাবা'আতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৮২; F. Steivgass, *The students Arabic-English Dictionary* (London: W.H. Allah and Co. 1884), p. 268; F.A. Klein, *The Religion of Islam* (New Delhi: Cosmo publications, 1978), p. 24

১১ আব্দুল হক দেহলবি, *আল মুকাদ্দামাহ* (লাহোর: মাকতাবাতু মুসতাফায়ী, তা.বি.), পৃ. ৩; মান্না খলিল আল-কাত্তান, *আল-হাদিস ওয়াছ্-ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*(সৌদি আরব: আল-মা'আরিফ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২

১২ মুফতি আমিমুল ইহসান, *মিযানুল আখবার* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬; আরবি ভাষ্য:

الحديث هو أعم من ان يكون قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابى والتابعى وفعله وتقريره

১৩ *উসুলুল হাদিস ওয়া মুসতালাহুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; আরবি ভাষ্য:

المراد بالحديث فى عرف الشرع ما اصنيف الى النبى الله صلى الله عليه وسلم

১৪ *তায়সিরু মুসতালাহিল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; আরবি ভাষ্য:

الحديث ما اصنيف الى النبى الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

১৫ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদিস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৯৩-৩৯৮

১৬ আরবি ভাষ্য: الحديث عند المحدثين ما اثر عند رسول الله الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة وعند الاصولين : ما اثر عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير দ্র. ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজি, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৭৭

১৭ আরবি ভাষ্য: الحديث فى عرف الشرع ما يضاف الى النبي الله صلى الله عليه وسلم وكانه اريد به مقابلة القران لانه قديم দ্র. জা'ফর আহমাদ উসমানি, *মুকাদ্দামাহ ইলাউস সুনান*(করাচি: আল-মাকতাবাতুস সা'উদিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৯

১৮ আরবি ভাষ্য: الحديث فى الاصطلاح مرادف للسنة عند المحدثين ويراد بهما كل اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها وغالبا يراد ما يرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قول اة فعل او تقرير দ্র. ড. উজ্জায আল-খতিব, *মুখতাসারুল ওয়াজিয*(বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১

১৯ ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আবদিল মুহসিন আত্-তুরাকি, *উসূলু মাযহাবিল ইমাম আহমদ*(কায়রো: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২২৩

২০ আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

২১ আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪

২২ ইবনু হাযম, *আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*(কায়রো: প্রকাশনা স্থান অনুল্লেখ, ১৪১০ হি.), খ. ১, পৃ. ৮৭

২৩ আল-কুরআন, ৬ : ৩৮

২৪ প্রফেসর মুহাম্মাদ রফিক, *নাবেগায়ে আসর* (লাহোর: মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৯; ড. *মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৫ http://www.minhajbooks.com

২৬ ibid

২৭ ibid

২৮ ibid

২৯ মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযি, *জামি'উত্-তিরমিযি* (মিসর: শিরকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), *আবওয়াবুল মানাকিব*, হাদিস নং ৩৭৬৮

৩০ http://www.minhajbooks.com

৩১ ibid

৩২ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবি, *মানাকিবুল ইমামিল আবি হানিফা ও ওয়া সাহিবায়হি* (হায়দারাবাদ: ইয়াহ্ইয়া আল-মা'আরিফ আন্-নু'মানিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৭

৩৩ http://www.minhajbooks.com

৩৪ মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরি, *আল-কাওলুল মু'তাবার ফিল ইমামিল মুনতাজার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৫ http://www.minhajbooks.com

৩৬ *জামি'উত্-তিরমিযি*, *আবওয়াবুদ্ দাওয়াত*, হাদিস নং ৩৪৯৯

৩৭ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমদ* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৪, হাদিস নং ৮৭৪৮, পৃ. ৩৬০

৩৮ http://www.minhajbooks.com

৩৯ *জামি'উত্-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস্-সালাত, হাদিস নং ১৯০৫

৪০ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ* (বৈরুত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুস্-সুন্নাহ, হাদিস নং ৪৬৮১

৪১ http://www.minhajbooks.com

৪২ ibid
৪৩ আহমাদ, *ফাদায়িলুস সাহাবা*, হাদিস নং ১৩৫
৪৪ http://www.minhajbooks.com
৪৫ ibid
৪৬ ibid
৪৭ ইবন হাজার আল-আসকালানি, *তাহযিবুত্ তাহযিব* (আল-হিন্দ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩২৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৫
৪৮ http://www.minhajbooks.com
৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহিহুল-বুখারি* (দারু তুকুন্-নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, বাবুন: লা ইয়াদখিলুল মাদিনাহ্, হাদিস নং ১৮৮০, পৃ. ২২; বাবুন: লা ইয়াদখুলদ্ দাজ্জালুল মাদিনা, হাদিস নং ৭১৩৩, খ. ৯, পৃ. ৬১; মুহাম্মদ তাহির আল কাদেরি, *শহরে মদিনা আউর যিয়ারাতে রাসূল (সা)*, পৃ. ৪৭
৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৫১ http://www.minhajbooks.com
৫২ ibid
৫৩ মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শি আন্-নায়সাপুরি, *সহিহ মুসলিম* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল-আরাবি, তা.বি.), *কিতাবুয্-যুহদ ওয়ার-রাকাইক*, হাদিস নং ২০০৯
৫৪ *http://www.minhajbooks.com*
৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারি, *সহিহুল-বুখারি*, খ. ৪, কিতাবুল-মানাকিব, হাদিস নং ৩৫৮৪, পৃ. ১৯৫
৫৬ http://www.minhajbooks.com
৫৭ *সীরাতে হালবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৭৮
৫৮ http://www.minhajbooks.com
৫৯ ibid
৬০ ibid
৬১ ibid
৬২ ibid
৬৩ ibid
৬৪ ibid
৬৫ ibid
৬৬ ibid
৬৭ ibid
৬৮ ibid
৬৯ ibid
৭০ ibid
৭১ ibid

৭২ ibid

৭৩ ibid

৭৪ ibid

৭৫ ibid

৭৬ ibid

৭৭ ibid

৭৮ ibid

৭৯ ibid

৮০ ibid

৮১ ibid

৮২ ibid

৮৩ ibid

৮৪ ibid

৮৫ ibid

৮৬ ibid

৮৭ ibid